ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 737-744
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.063

রহু চণ্ডালের (হার-না-মানা) হাড় : মানব-জমিনের সন্ধানে

শ্রীচরণ দাস বিশ্বাস, *অতিথি অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Abhijit Sen's novel Rahu Chandaler Har vividly portrays the captivating saga of a nomadic group spanning 150 years. The intricate narrative explores how the ancient story of the Bajikars intertwines with their beliefs, shaping their movement and existence. In this remarkable tale, there is no singular hero; rather, the entire Bajikar tribe embodies heroism. Their lack of a fixed habitat and their perception of the entire world as their home set them apart, as they challenge traditional religious and societal norms.

This research paper examines the tensions within the Bajikar tribe's life amid such chaos. It unravels the compelling story of how the bone of Rahu Chandal became the driving force behind a nameless tribe's centuries-long wandering, with their myths and beliefs serving as their only refuge. Ultimately, the novel triumphantly depicts the unyielding human spirit and the will to survive.

Keywords: Captivating Saga, Beliefs, Bajikar Tribe, Rahu Chandal, Societal Norms.

জন্মের প্রথম লগ্ন থেকেই মানুষের সমাজ-বৃত্ত তার জৈব-বৃত্তকে গ্রাস করে। নবাগত সন্তান পুত্র না কন্যা – সে-কথা জানবার জন্য পরিবারের সদস্যদের যে আগ্রহ, তার নেপথ্যেও রয়েছে সেই সামাজ-পরিবেশ। কারণ আজও সমাজ-পরিবেশের ওপরই নির্ভর করে - পুত্র বা কন্যার জন্মে মানুষ আনন্দিত হবে না হতাশ হবে। এরপর পরিবার, বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত একের পর এক সামাজিক পরিচয়ের আড়ালে প্রথম দিনের সেই খাঁটি মানব-সন্তানটি তার জৈবিক পরিচয় নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে কবে যেন ফুরিয়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্য যদি ধরে নেওয়া হয় — পরিবার (সামাজিক প্রতিষ্ঠানকেই বোঝানো হয়েছে), বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র — এ সব কিছুই নেই তাহলে শেষ পর্যন্ত মানুষের পরিচয় কী হবে? অর্থাৎ এখানে প্রশ্ন হল — **মানুষ যদি সামাজিক জীব হয়, তাহলে সেই সমাজবদ্ধ মানুষের পরিচয় কি ব্যক্তি-নির্ভর না প্রতিষ্ঠান-নির্ভর?**

আজ থেকে প্রায় চুয়াল্লিশ বছর আগে, ১৯৮০ সালে সাহিত্যিক অভিজিৎ সেন যখন বালুরঘাট মহকুমার তপন থানার কয়েকটি গ্রামের কিছু বাজিকরকে দেখে তাঁর 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসটি লিখতে আরম্ভ করেন, তখনও হয়তো উল্লিখিত প্রশ্নগুলি তাঁকেও ভাবতে বাধ্য করেছিল। তাঁর কথানুযায়ী —

> ‘‘রহু চণ্ডালের হাড়’ শুধু এক শ্রেণীর যাযাবরের জীবন-সংগ্রামের কাহিনী নয়। এই যাযাবরগোষ্ঠী, আমার উপন্যাসে যে গোষ্ঠীর নাম বাজিকর, তাদের এক-দেড় শ বছরের ঘোরাফেরাকে কেন্দ্র করে আমি একটি বিস্তৃত অঞ্চলের ওই সময়কার ইতিহাস, সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়কে টুকরো টুকরো করে তুলে এনেছি।’’[১]

ফলে এই উপন্যাস যে আর পাঁচটি গোষ্ঠী-জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের মতোই হবে - এমন একটি প্রাথমিক ধারণা পাঠকবর্গের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে। স্বয়ং লেখকও সেই সংকেত দিয়েছেন। তবে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে এই উপন্যাসটিকে একটু ভিন্নভাবেই বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। তাই এই প্রবন্ধে উপন্যাসে বর্ণিত ‘যাযাবর’ বা ‘বাজিকর’ গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার চেয়েও সেই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের অন্তর্মানসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যে মানুষের ‘ঘর পুড়ে গেছে অকাল অনলে’; যে মানুষের ‘মন ভেসে গেছে প্রলয়ের জলে’ তবু এখনও যে ‘মুখ দেখে চমকায়’ তবু এখনও যে ‘মাটি পেলে প্রতিমা বানায়।’ এই প্রবন্ধে উপন্যাসের সেই মানুষেরই অনুসন্ধান করা হয়েছে।

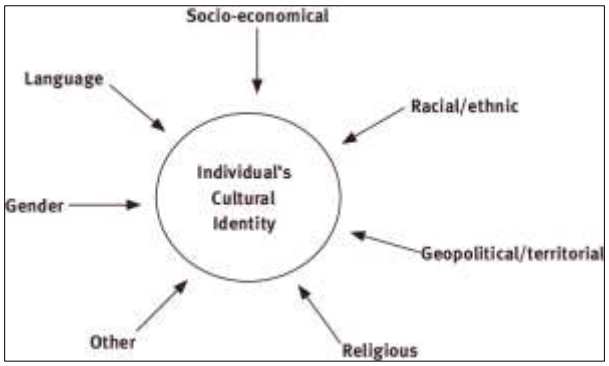

মনে রাখতে হবে — এই গল্পের প্রধান চরিত্র কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, সমগ্র গোষ্ঠী-জীবন। যে গোষ্ঠীর মানুষ গত দেড়শো বছর ধরে নামহীন, পরিচয়হীন, স্থায়ী-বাসস্থানহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে। প্রথম দিকে তাদের এই বাধ্যতামূলক ‘প্রবজ্যা’-র নেপথ্যে কোনো প্রগতিশীল উদ্দেশ্য ছিল না, ছিল দৈবদুর্বিপাক। উপন্যাসের বয়ানেই উঠে আসে সেই ইতিহাস —

> ‘‘হাজার বছর আগে যখন কোনো এক বিশাল নদীর ধারে স্থায়ী বসবাস করত, সেই সময়কার পৌরাণিক স্মৃতি তাঁদের ভারাক্রান্ত করত। যখন তাদের কোনো প্রাচীন পুরুষ পুরা এক নর্তকীর প্রতি আসক্ত হয় এবং তাকে বিয়ে করতে চায়। তারপর শুরু হয় সেই অন্তর্কলহ, যা তাদের স্থায়ী বসবাসকে ছিন্নভিন্ন করে। মানুষ তখন দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। পুরার বিরুদ্ধবাদীরা দাবি তুলেছিল, এ বিয়ে হতে পারে না, কেন না পালি নামের সেই নর্তকী নাকি তার বোন। সুতরাং এ বিয়ে হবে অসামাজিক এবং অমঙ্গলময়। পুরার সমর্থকরা বলেছিল, এ বিয়ে হবেই, কেননা পালি যে পুরার বোন এর কোনো প্রমাণ নেই। তারপর পুরা ও পালির বিয়ে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেবতার অভিশাপ নেমে আসে তাদের উপর। অন্তর্কলহে সমস্ত সমাজ নষ্ট হয়। পুরা ও পালি দেশ-দেশান্তরে পালিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। তাঁরা কোথাও আশ্রয় পায় না এবং দেবতা তাদের অভিশাপ দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় করে দেয়।’’[২]

এই আশ্রয়হীনতা তাদের কাছ থেকে তাদের স্থায়ী বাসস্থান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক অধিকার এমনকী রাজনৈতিক অধিকারও (নিজের শাসক/শোষক-কে নির্বাচন করবার অধিকার) কেড়ে নিয়েছে।

বাসস্থান, প্রতিষ্ঠান এবং অধিকার — এই বিষয়গুলির ওপরই যেহেতু **উত্তর-ঔপনিবেশিক কালের ব্যক্তি-পরিচয় নির্ভরশীল** তাই 'বাজিকর'-দের কোনো ব্যক্তি-পরিচয়ই উপন্যাসে দেখা যায়নি।[৩] তাদের একমাত্র পরিচয় তারা 'বাজিকর'। এই প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য — **বাজিকর কোনো জাতি নয়, একটি পেশা** কিন্তু অন্য কোনো সম্বল না থাকায় এই পেশাই তাদের একমাত্র পরিচয়। এ যেন **রক্তকরবীর 'অধ্যাপক', 'সর্দার', 'মোড়ল'**-এর মতো, যারা 'Capitalist Society'-র 'proletarians, alienated, exploited, dependent'[৪] ছাড়া কিছুই নয়। অর্থাৎ, **সমাজবদ্ধ মানুষের পরিচয় সবদিক থেকেই প্রতিষ্ঠান-নির্ভর।** উপন্যাসে 'বাজিকর'-দের কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান নেই, তাই কোনো পরিচয়ও নেই। তবে অনেক গবেষক তথা সমালোচক 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে বর্ণিত 'বাজিকর' গোষ্ঠীভুক্ত 'জনসংখ্যা'-কে 'দলিত' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত 'জনগণ' বলবার পক্ষপাতি। এই ভাবনা কতদূর পর্যন্ত সমাজ-বিজ্ঞান-সম্মত — সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

কয়েক বছর আগে একটি বিদেশি ওয়েব সিরিজ খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ-দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ওয়েব সিরিজটির নাম - 'The Game of Thrones'। এই ওয়েব সিরিজেরই একটি পর্বে কয়েকজনের কথোপকথনকে এখানে উদ্ধৃত করা হল, এই প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়ের বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করবার জন্য[৫] -

> **Missandei** - Forgive me but may I ask a question?
> **John** – Of course.
> **Missandei** - You name is **John Snow** but your father's name is **Ned Stark.**
> **John Snow** – **I'm a Bastard**. **My mother and father weren't married**.
> **Davos** - Is the custom different or not?
> **Missandei - We don't have marriage enough so the concept of the bastard doesn't exist**.
> **Davos** - Sounds liberating…

যাঁরা 'Game of Thrones' দেখেছেন তাঁরা তো বিষয়টি অবশ্যই জানবেন, যাঁরা দেখেননি তাঁদের উদ্দেশে 'Missandei (মিসান্দে)'-র তৃতীয় সংলাপটি লক্ষ্য করবার জন্য অনুরোধ করব। কী সাংঘাতিক কথা ! **বিবাহের প্রচলন না থাকায়, জারজ সন্তানের ধারণাটাই উধাও হয়ে গেল!** একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এই বিষয়টি আমাদের বাস্তব জীবনেও কতটা প্রাসঙ্গিক। ভারতের সনাতন পরম্পরায় - ব্রাহ্মণ, দৈব, আর্ষ, প্রাজপত্য, গান্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস, পিশাচ - এই আট প্রকার বিবাহ আছে। শাস্ত্রীয় মতভেদ অনুযায়ী আবার এদের রকমফেরও আছে। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গ অনুসারে যদি 'বিবাহ' নামক এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানকেই তর্কের খাতিরে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে - **সতী, পতিব্রতা, রক্ষিতা, বেশ্যা, জারজ** এই সব সামাজিক পরিচয়ও উধাও হয়ে গেছে। কারণ এর প্রত্যেকটিই কোনো-না-কোনোভাবে বিবাহ নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই জড়িত। তার মানে সমাজের তথাকথিত 'সভ্য' বা 'অ-সভ্য' যে কোনো পরিচয়ের জন্যই মানুষকে সমাজের প্রতি নির্ভরশীল হতেই হয়। বর্তমানে আলোচিত উপন্যাসে বাজিকরদের সেই অর্থে কোনো স্থায়ী সমাজব্যবস্থা নেই, তাই তাদের কোনো পরিচয়ও নেই।

এবার আসা যাক, 'বাজিকর' জনগোষ্ঠীর মানুষজন 'দলিত' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কি না — সেই প্রশ্নে। সর্বপ্রথম জেনে নেওয়া যাক 'দলিত' কথাটির অর্থ কী। এই সম্পর্কে প্রচলিত সংজ্ঞাগুলি হল —

> 1. Dalit is a vernacular form of the Sanskrit (dalita). In Classical Sanskrit, this means **"divided, split, broken, and scattered"**.[৬]
>
> 2. To me Dalit is not a caste. He is a man **exploited by the social and economic traditions of the country**….Dalit is a symbol of change and revolution.[৭]
>
> 3. …They prefer to be called Dalit, i.e., **the oppressed**. Occupying the lowest rank in the Hindu caste system, they are called avarna, those whose place is outside the chaturvarna system. They are also known as **perial, panchama, atishudra, antyaja or namashudra** in different parts of the country.[৮]

উল্লিখিত বক্তব্যগুলিকে 'দলিত' শ্রেণির পরিচয়ের প্রামাণ্য সংজ্ঞা ধরে নিয়ে উপন্যাসে বর্ণিত 'বাজিকর' গোষ্ঠীর জীবনধারার সাযুজ্য সন্ধানের চেষ্টা করলে দেখা যাবে যে, 'বাজিকর' চরিত্রগুলি সত্যিই দলিত-শ্রেণিভুক্ত মানুষজন। তবে গুজরাট, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং হরিয়ানায় সরকারের পক্ষ থেকে যে দলিতদের জন্য তফসিলি জাতি বা উপজাতিভুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, উপন্যাসের বাজিকররা সেই দলিত নয়। কেন নয় - এর উত্তর উপন্যাসেই খুঁজে পাওয়া যায়, যখন ইয়াসিন নমঃশূদ্রের দলপতি ভায়রোর কাছে কাতর আবেদন জানায়:

> হামরাদের আপনার জাতে তুলে নেন মালিক।
> উত্তরে ভায়রো জানায় - বাইশ দিগার হামাক নমোশূদদূর বানাবার হক দেয় নাই বাজিকর, সদগোপ, নমোশূদদূর কিছুই হবার পারো না।[৮]

ফলত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মহীন বাজিকর, ধর্ম ছাড়া কোনো সমাজে ঠাই পায় না। উল্লিখিত সংজ্ঞা তিনটিতে যে অর্থে - 'divided, split, broken, and scattered' বা 'exploited by the social and economic traditions' বা 'the oppressed' ইত্যাদি বিশেষণগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, সেই অর্থেই বাজিকর গোষ্ঠী 'দলিত' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত (নমঃশূদ্র নয়)। মনে রাখতে হবে উপন্যাসটি লেখা হচ্ছে ১৯৮০ - ৮৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ এই সময়টি হল 'Post-Capitalist Society'-র যুগ এবং 'By that time, Marx's proletarians had not yet become 'affluent'. **But they had already become middle class**. They had become productive.[৯] কিন্তু বাজিকর-গোষ্ঠী তখনও দৈব-অভিশাপের বোঝা মাথায় নিয়ে রহু চণ্ডালের হাড় সম্বল করে বা সেই হাড়ের খোঁজে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কারো কারো চোখে স্থায়ী বাসস্থান গড়ার স্বপ্ন, কারও চোখে কৃষক হিসাবে স্থায়ী পেশা বেছে নেওয়ার স্বপ্ন কিন্তু এদের কোনোটিই বাস্তবে পরিণত হয়নি।

উপন্যাসে দেখা গিয়েছে বাজিকরদের জীবনযাত্রা নেই আছে জীবনানুসন্ধান। পিতৃপুরুষের প্রাচীন গল্প তাদের নির্বিবাদী বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে পুরুষানুক্রমে এই অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার রসদ যুগিয়েছে।

বাজিকর যে কোনো জাতি নয়, একটি পেশা — একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই পেশাই বাজিকর-গোষ্ঠীর জীবন-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কারণ বাজিকর শব্দের অর্থ —

> The term /bāzī-gar/ is a word of Persian derivation meaning "one who performs bāzī." Bāzī, which connotes **"play,"** refers in this context to a kind of entertaining performance based on physical acts'[১০]

> The community derives its name from the word baji, meaning **rope dancing and acrobatics**. They wander from place to place and especially visit fairs to display their various acrobatic skills and to perform magic tricks. In some of the states they are notified as a scheduled caste.[১১]

উপন্যাসেও এই 'rope dancing'-এর কথা এসেছে যখন শারিবার নানি বলে –

> দুই ধারে ভইসের সিংএ দড়ি বাইন্ধে বাঁশ দিয়া ঠেল্যে সি দড়ি টনটনা হতো। ভুঁই থিকা বিশ হাত উচাতে **বাঁশ হাতে হাটা চলা, লাচ দেখানো** –[১২]

পেশা অনুযায়ী যাযাবর বাজিকরদের গোটা জীবনটাই যেন এই rope dancing and acrobatics-এর নিরবচ্ছিন্ন প্রদর্শন। দড়ির ওপর খেলা দেখানোর সময় বাজিকরের হাতে আড়াআড়িভাবে একটি লম্বা লাঠি ধরা থাকে, ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। আর এদের জীবনের ভারসাম্য বজায় রেখেছে – রহু চণ্ডালের হাড়। এদের নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান নেই, তাই 'তামাম দুনিয়া' তাদের বাসস্থান। তাদের নিজস্ব কোনো ধর্ম নেই তাই কলমা পড়েও তারা সমাজে মুসলমান হয়ে ওঠেনি আবার 'ওলা মাই, কালী মাই, বিগা মাই'[১৩] প্রমুখ দেবদেবীর পূজা করেও তারা হিন্দু হতে পারেনি। ভাষার পরিবর্তে তাদের সম্বল হল – বুলি। কিন্তু বুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার দায় তাদের নেই কারণ 'কোনো জায়গার বুলিই তাদের মুখে ভাষা হওয়ার সময় পায় না, দেখতে-না-দেখতে বাজিকর চলে যায় অন্য কোথাও, সেখানে গিয়ে সে নতুন বুলি রপ্ত করে।'[১৪] এমন অনিশ্চয়তাকে অঙ্গিকার করেও বাজিকরের জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষায় বিন্দুমাত্র চিড় ধরেনি। এর কারণ হয়তো অনেকেই বলবেন তাদের জীবনতৃষ্ণা, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এর কারণ হিসাবে 'রহু চণ্ডালের হাড়'-কেই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

'রহু চণ্ডালের হাড়' আসলে কীভাবে তৈরি – সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক। উপন্যাসেই এই হাড়-নির্মাণের ইতিবৃত্ত রয়েছে:

> ঘোর অমাবস্যায় এক বিটিছোলের এক ছেল্যা হবে। সি হোবে একোই মায়ের একোই বেটা। সি ব্যাটাক্ মরবা হবে আমাবস্যার দিনোৎ আর লাশ ভাসান হবে আমাবস্যার আতোৎ। তবি সি লাশ গহীন আতৎ নদী থিকা উঠাবা হবে। তাবাদে তার কণ্ঠার হাড়ে বানাবা হবে ভান্মতির হাড়। সি হল রহু চণ্ডালের হাড়।[১৪]

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল – 'কণ্ঠার' বা কণ্ঠের হাড় দিয়ে তৈরি হয় রহু চণ্ডালের হাড়। চিকিৎসা-শাস্ত্র অনুযায়ী কণ্ঠের হাড়ের নাম হল – **'Cervical Vertebrae (সার্ভিকাল ভার্টিব্রা)'** মানুষের গলায় মোট সাতটি হাড় থাকে যাকে 'Cervical' বা C1 থেকে C7 চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়।[১৫] এই সার্ভিকাল ভার্টিব্রা-র কাজই হল অবশিষ্ট শিরদাঁড়ার সঙ্গে মস্তকের সম্পর্ক স্থাপন করা, মস্তকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা এবং মস্তকের ভার বহন করা। তাহলে রহু চণ্ডালে হাড়ের ক্ষেত্রেও কি বলা যেতে পারে না – রহু চণ্ডালের হাড়কে তর্কের খাতিরে কাল্পনিক বলে ধরে নিলেও তার কর্ম-পদ্ধতি পুরোপুরি বিজ্ঞান-সম্মত। অর্থাৎ এখানে যাযাবর বাজিকরদের গোষ্ঠী-জীবনকে যদি একটি শিরদাঁড়া হিসেবে কল্পনা করা হয় তাহলে **সার্ভিকাল ভার্টিব্রার নীচের অংশ হল** – পূর্বপুরুষের যাবতীয় স্মৃতিকথা, কাহিনি, ঐতিহ্য এবং অভিশাপ এবং **সার্ভিকাল ভার্টিব্রা-র উপরের অংশ হল** – বাজিকরদের বর্তমান প্রজন্ম বা বর্তমান বাজিকর-গোষ্ঠী।

বাজিকরদের বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে পূর্ববর্তী প্রজন্মের সম্পর্ক-সূত্র বা যোগসূত্র হল – রহু চণ্ডালের হাড়। উপন্যাসের বাজিকর-গোষ্ঠীও গত দেড়শো বছর ধরে এই রহু চণ্ডালের হাড়কে সম্বল করেই স্থায়ী কোনোকিছুর পায়ে নিজেদের সমর্পণ করেনি, করতে পারেনি। রহু চণ্ডালের হাড়ই যুগ যুগ ধরে তাদের জীবনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে। যাযাবর জাতির জীবনে এই হাড়ের কথা, প্রথা এবং মাহাত্ম্য আগেও শোনা গেছে –

> ঘোড়া লইল গাধা লইল কত কইব আর।
> সঙ্গেতে করিয়া লইল রাও চণ্ডালের হাড়।[১৬]

সম্পাদক দীনেশ চন্দ্র সেন টীকায় লিখেছেন 'রাও চণ্ডালের হাড় = **রাজ-চণ্ডালের হাড়** (চণ্ডালদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাড় ?) বেদেরা তাহাদের **বাজি করিবার সময়** একটা হাড় লইয়া তাঁহাদের দ্রব্যাদিতে ঠেকাইয়া নানারূপ অদ্ভুত ক্রিয়া করিয়া থাকে। সেই হাড়ই সম্ভবত এই রাও চণ্ডালের হাড় হইবে।'[১৭] এখানে উপন্যাসের বর্ণনা অনুসারে 'রাও চণ্ডাল'-কে কি 'রাজ চণ্ডাল' বা 'রহু চণ্ডাল' বলা যায় না ?

প্রবন্ধের একেবারে শেষ পর্বে এসে অবশিষ্ট একটি বিষয়ই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় – এইভাবে ভাষাহীন, পরিচিতিহীন, ধর্মহীনভাবে স্থানান্তরিত হতে হতে উপন্যাসের বাজিকর-গোষ্ঠীর বর্তমান প্রজন্ম কি দিক্‌শূন্যপুরের যাত্রী হয়েই থেকে গেল ? হয়তো না। কারণ প্রবন্ধের প্রথমেই বলা হয়েছে – এই উপন্যাস শুধু মানুষের গল্প। সমাজ-নির্ধারিত কোনো বিকল্প পরিচিতির কাছে যে মানুষ মাথা নত করেনি বা রহুর হাড় তাদের করতে দেয়নি। যে মানুষ প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় নিজেকে পদে পদে বেমানান বুঝেও সেই সমাজের পাকদণ্ডী ধরেই অনিবার্য প্রবজ্যার দিকে এগিয়ে গেছে। সমাজের বাঁধাধরা বঞ্চনা, গ্লানি, অপমান, নির্যাতন সহ্য করেও যে নিজের অস্থায়ী পরিচয় নিয়েই এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেখিয়েছে তথাকথিত 'দলিত'শ্রেণিভুক্ত হতে চায়নি, সেই মানুষের কাহিনি নিছক রাজনৈতিক বা আর্থ-সামাজিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করা যায় না। এরা জনগণ নয়, জনসংখ্যা। রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে এদের সম্বোধন করার মতো এখনও পর্যন্ত কোনো ভাষা আবিষ্কার হয়নি, বলা বাহুল্য ভাষার মধ্যে দিয়ে এদের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। যে মানব-সমাজ গত চারশো বছরে 'Enlightenment' থেকে আরম্ভ করে 'Renaissan',

'Capitalism', 'Communism', 'Post-Capitalism'-এর মতো দেগে-দেওয়া একের পর এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে থিতু হয়েছে, সেই সমাজের সমান্তরালে বা বাইরে থেকে 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসের বাজিকর-গোষ্ঠী অক্লান্তভাবে তাদের মানব-জমিন খুঁজে যাচ্ছে এবং মনে হচ্ছে তারা যেন Andrzej Wajda (আন্‌জে ওয়ায়দা)-র ছবির শিরোনাম 'Everything for Sale (1969)'-কে বিদ্রূপ করে বলছে – সবকিছু বিক্রি হয় না।

তথ্যসূত্র:

১. সেন, অভিজিৎ, যেভাবে লেখা হল রহু চণ্ডালের হাড়, গল্পপাঠ ওয়েবজিন, অক্টোবর ২১, ২০১৫।
২. ঐ, রহু চণ্ডালের হাড়, জে. এন. চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১০, পৃ. ২১।
৩. Voicu, Cristina-Georgiana. "1 Identity in the Postcolonial Paradigm: Key Concepts". Exploring Cultural Identities in Jean Rhys' Fiction, Warsaw, Poland: De Gruyter Open Poland, 2014, p. 15-42
৪. Drucker, P. Post-Capitalist society. In Routledge eBooks. London and New York, 1994, p. 4
৫. Game of Thrones ‖ Season 7 ‖ Episode 4 ‖ Jon & Davos & Messendei Talking & Theon Returns to Dragon Stone.
৬. Dalit, n. OED Online. Oxford University Press, June 2016. Web. 23 August 2016.
৭. Zelliot, Eleanor. "Dalit Sahitya: The Historical Bckground." An Anthology of Dalit Literature. Ed. Mulk Raj Anand and Eleanor Zelliot. New Delhi: Gyan Publishing House, rpt. 2014. pp. 1-24. Print.
৮. Guru Gopal. ―The Dalit Movement in Mainstream Sociology" in "Dalit in Modern India, Vision and Values" ed. Michael S.M. Sage Publication. New Delhi, 2007, P.150:162.
৯. Drucker, P., Ibid, p. 35
১০. Schreffler, Gibb (2011), 'The Bazigar (Goaar) People and Their Performing Arts', Journal of Punjab Studies, Vol.18, Nos. 1 & 2, pp. 217-50.
১১. Singh, K.S., Tribal Society in India: An Anthropo-historical Perspective, Manohar Publishers & Distributors, New Delhi, 1998, p. 339
১২. সেন, অভিজিৎ, রহু চণ্ডালের হাড়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১ বৈশাখ ১৩৬২, পৃ. ৩।
১৩. তদেব, পৃ. ১৭৯।
১৪. তদেব, পৃ. ১৭২।
১৫. Sinelnikov, R.D, Atlas of Human Anatomy, Vol. I, MIR Publishers, Moscow, 1988, p. 22
১৬. সেন, দীনেশচন্দ্র (সং.), মহুয়া (দৃশ্যকাব্য) , মৈমনসিংহ-গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃ. ৭।
১৭. তদেব।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি (বাংলা):

১. সেন, অভিজিৎ, 'রহু চণ্ডালের হাড়', জে. এন. চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৩।
২. ভট্টাচার্য, দেবাশিস, 'বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা', অক্ষর পাবলিকেশন, ত্রিপুরা, ২০১০।

৩. মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, 'গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯।
৪. দত্ত, ভুপেন্দ্রনাথ, 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি', বর্মণ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৫৩।
৫. ভদ্র, গৌতম (সম্পা.), 'নমনবর্গের ইতিহাস', প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৯৮।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি (ইংরাজি):

১. Eliade, Mircea, Myth and Reality, Pantheon Books, New York, 1954.
২. W. Said, Edward, Orientalism, Vintage Books, U.S, 1978.
৩. Frazer, Sir James, The Golden Bough, Vol. I, The Macmillan Company George, New York, 1925.
৪. Rapport, Nigel, Social and Cultural Anthropology : The Key Concept, Third Edition, Routledge, London and New York, 2014.
৫. Metcalf, Peter, Anthropology : The Basics, Routledge, London and New York, 1st Published, 2005.

সহায়ক পত্রপত্রিকা/ওয়েবজিন (বৈদ্যুতিন):

১. উত্তরধ্বনি, ২৫ বর্ষ, শারদ, ১৪০৯, ২০০২।
২. আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতার কড়চা: প্রতিস্পর্ধী প্রদর্শনী, ০২ মার্চ ২০২০।
৩. তদেব, জেব্রাইল থেকে প্রতিবাদী স্বর বুনছে শারদীয়া, ০২ অক্টোবর ২০১৬।
৪. প্রথম আলো (বৈদ্যুতিন), দেবতা না, দলপতি রহু, ২৩ অক্টোবর ২০১৯।
৫. জনপদপ্রয়াস প্রবন্ধ সাহিত্যে, সৃষ্টিসদন ম্যাগাজিন, ২০০৯।

সহায়ক ওয়েবজিন / ব্লগ (বৈদ্যুতিন):

১. শিরোনাম - অভিজিৎ সেন - গল্প ও উপন্যস,
ওয়েবসাইট - https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=9455
২. শিরোনাম – রহু চণ্ডালের হাড় : বহুস্থানিক বর্ণমালায় সমান্তরাল সংস্কৃতি
ওয়েবসাইট - https://www.kaliokalam.com
৩. শিরোনাম – যাযাবর জীবনাখ্যান 'রহু চণ্ডালের হাড়' মঞ্চস্থ
ওয়েবসাইট - https://www.dailyjanakantha.com/national/news/399809
৪. শিরোনাম – উপন্যাস যখন নাট্যভাষায়
ওয়েবসাইট - https://poros-por.com/front/singel/2/32713
৫. শিরোনাম – সেলিম আল দীন স্মরণে শিল্পকলায় ` রহু চন্ডালের হাড়`
ওয়েবসাইট - https://samakal.com/entertainment/article/19081651